بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১ বৈশাখ ১৪৩৩
১৪ এপ্রিল ২০২৬

বাণী

স্বাগত বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষের জীবনে শুরু হলো আরেকটি নতুন বছর। নতুন বছর মানে নতুন আশা, জীবনের নতুন স্বপ্ন বোনার দিন। আজ পহেলা বৈশাখ, বাংলা বছরের প্রথম দিন। পহেলা বৈশাখের সঙ্গে মূলত কৃষি, কৃষক এবং কৃষি অর্থনীতির হিসেব-নিকেশ জড়িয়ে থাকলেও কালের পরিক্রমায় এ দিনটিই হয়ে উঠেছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ে কিংবা সমতলে বসবাসকারী নৃতাত্ত্বিক কিংবা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী তথা বিশ্বের সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সর্বজনীন উৎসবে মেতে ওঠার দিন।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ বছর প্রথমবারের মতো বাংলা নববর্ষে কৃষি এবং কৃষকের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। কৃষকের ক্ষমতায়ন এবং কৃষিখাতকে জাতীয় সমৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

এরই অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে তিন ধাপে সারা দেশের সব কৃষককে 'কৃষক কার্ড' দেবে সরকার। এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কৃষকগণ নগদ আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ, সাশ্রয়ী মূল্যে সেচ সুবিধা, সহজ শর্তে কৃষিঋণ, স্বল্পমূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার সুবিধা, সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা, মোবাইল ফোনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও বাজার তথ্য, কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ফসলের রোগ-বালাই দমনের পরামর্শ, কৃষি বিমা সুবিধা এবং ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবিধাসহ এই ১০ ধরনের সুবিধা পাবেন।

শুধু ধান, পাট কিংবা গম উৎপাদনকারী কৃষকগণই নন, ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের পাশাপাশি মৎস্যচাষি বা জেলে, খামারি, ভূমিহীন, লবণচাষিদেরকেও 'কৃষক কার্ড' সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। একটি সুষ্ঠু নীতিমালার অধীনে সারাদেশে ক্ষুদ্র, মাঝারি, প্রান্তিকসহ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় দুই কোটি কৃষককে পর্যায়ক্রমে এই 'কৃষক কার্ড' সুবিধা দেওয়া হবে।

কৃষক এবং কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে আমাদের দেশের অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষি ও কৃষক ভালো থাকলে আমাদের অর্থনীতি ভালো থাকবে। সেই লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখেছে। কৃষি সহায়তার পাশাপাশি সরকার কৃষির আধুনিকায়নের দিকেও নজর দিয়েছে। কৃষি প্রযুক্তির আধুনিকায়ন এবং কৃষি বৈচিত্র ছাড়া চলমান সময়ে উৎপাদন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব। কৃষির আধুনিকায়ন নিশ্চিত করা হলে আমাদের শিক্ষিত বেকার তরুণরাও কৃষি পেশাকে নির্ভরযোগ্য এবং সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। বর্তমান সরকার কৃষিখাতে শিক্ষিত তরুণদের আরও বেশি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানও কৃষকের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে ১৯৭৭ সালে জাতীয় বীজ অধ্যাদেশ প্রণয়ন, কৃষি উপকরণ বণ্টনে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণ এবং দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে এক ফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর করে বাংলাদেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা খালেদা জিয়াও কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষকদের সার ভর্তুকি, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এবং 'ফুড ফর ওয়ার্ক' কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলেছিলেন। তাঁর সময়ে ১৯৯২ সালে 'বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা খরা-প্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলে গভীর নলকূপ স্থাপন, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে অঞ্চলটি খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, রোবোটিকস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার ও বিকাশের কারণে অনেক চিরায়ত পেশা হারিয়ে যাবে। তবে প্রযুক্তির কল্যাণে আরও অনেক নতুন নতুন পেশাও যুক্ত হবে। তবে যা কিছুই হোক, প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কৃষি পেশার আরও সমৃদ্ধি ঘটবে, কিন্তু এ পেশা কখনোই হারিয়ে যাবে না। কৃষিখাতে কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশের 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সঠিক পরিকল্পনা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য পূরণ করতে পারব। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই 'কৃষক কার্ড' প্রদানের এই উদ্যোগ স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার প্রথম ধাপ।

বাঁচলে কৃষক বাঁচবে দেশ
স্বনির্ভর হবে
কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ।

আল্লাহ হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

তারেক রহমান